২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট: শিক্ষা খাতে বরাদ্দের চালচিত্র

মাহতাব উদ্দীন আহমেদ

বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ নিয়ে জনমনে সব সময়ই একটা আগ্রহ থাকে। তার কারণ খাত হিসেবে এর অনন্য গুরুত্ব। কিন্তু আমাদের দেশের বাজেটগুলোতে বরাদ্দ দেওয়ার সময় অবহেলা এই খাতের চিরসঙ্গী হয়ে থাকে। যদিও সরকারগুলোর তরফ থেকে সব সময়ই বড় গলায় দাবি করা হয় যে শিক্ষা খাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে; কিন্তু বাস্তবে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিসংখ্যানই বলে দেয় তাদের এই দাবি কতটা বাগাড়ম্বর আর কতটা সত্য। এই প্রবন্ধে সর্বশেষ বাজেটে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ ধরে সরকারের দাবি ও বাস্তব চিত্রের একাংশ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দুনিয়াজুড়ে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের স্বীকৃত মানদণ্ড হলো জিডিপির ৬ শতাংশ আর বাজেটের ২০ শতাংশ। বাংলাদেশে বাজেটগুলোতে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ এই মানদণ্ড ছুঁতে পারা তো দূরের কথা, এর ধারেকাছেও কোনো দিন যেতে পারেনি। সারা দুনিয়ায় শিক্ষা খাতে সবচেয়ে কম বরাদ্দ দেয় যেসব দেশ, বাংলাদেশ সেই দেশগুলোর একটি। শিক্ষা খাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশের অবস্থান কতটা নিচে, সেটা পরিষ্কার ফুটে ওঠে কেবল একটি তথ্য থেকে। বিভিন্ন দেশের বাজেটে শিক্ষা খাতে জিডিপির কত শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে, সে তথ্যগুলো নিয়ে তুলনা করলে দেখা যায়, ১৬১টি দেশের মধ্যে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের দিক থেকে বাংলাদেশ ১৫৫তম![১] এই হলো শিক্ষা খাতে সরকারগুলোর অগ্রাধিকার দেওয়ার নমুনা! এ রকম পরিস্থিতিতেও যখন সরকার থেকে শিক্ষা খাতে অগ্রাধিকারের দাবি করা হয়, তখন সেটা কতটা নির্লজ্জ দাবি সেটা পাঠকই বিচার করবেন।

এখনই ২০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া কি অসম্ভব

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই মুহূর্তে শিক্ষা খাতে বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়াটা কি বাংলাদেশের মতো দেশের পক্ষে অসম্ভব? এমন যুক্তি চালু আছে যে সম্পদের স্বল্পতার কারণে এখনই শিক্ষা খাতে বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব নয়। এই যুক্তি (আসলে কুযুক্তি) এতটাই গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে যে এমনকি আজকাল কোনো কোনো প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন পর্যন্ত শিক্ষা খাতে এখনই ২০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়ার দাবি তোলার সাহস করতে পারে না, সম্ভবত এই ধারণা থেকে যে, বুঝি এখনই বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষমতা বাংলাদেশের নেই। এই সব কুযুক্তি উড়িয়ে দেওয়া যায়, যদি আমরা একটু খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করে দেখি যে দুনিয়ার কোন কোন দেশ শিক্ষা খাতে ২০ শতাংশ বা তার বেশি বরাদ্দ দিচ্ছে, তাদের অর্থনীতি আর বাজেটের আকার আমাদের দেশের চেয়ে বড় নাকি ছোট বা সমান। বাস্তবে শিক্ষা খাতে ২০ শতাংশ বা তার বেশি বরাদ্দ দেয় এমন দেশের তালিকায় এ রকম অনেক দেশ আছে, যেগুলোর অর্থনীতি ও বাজেটের আকার বাংলাদেশের প্রায় সমান কিংবা তার চেয়েও ছোট। শুধু তা-ই নয়, এগুলোর বেশির ভাগের গায়েই গরিব দেশের তকমা লাগানো আছে। এই দেশগুলো হলো ভিয়েতনাম, ডোমিনিকান রিপাবলিক, গুয়াতেমালা, কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া, তুর্কমেনিস্তান, ঘানা, সেনেগাল, জ্যামাইকা, নামিবিয়া। এমনকি এদের চেয়েও ছোট আকারের অর্থনীতি ও বাজেট নিয়ে শিক্ষা খাতে ২০ শতাংশের কাছাকাছি অথবা ২০ শতাংশের বেশি বরাদ্দ দিচ্ছে নিকারাগুয়া, মাদাগাস্কার, রুয়ান্ডা, বেনিন, কিরগিজ রিপাবলিক, নাইজার, মলডোভা, সোয়াজিল্যান্ড ও বেলিজ। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে সর্বজনকথার গত আগস্ট ২০১৫ সংখ্যায়।[২] সুতরাং সদিচ্ছা থাকলে শিক্ষা খাতে এখনই ২০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া সরকারের পক্ষে মোটেও অসম্ভব কিছু নয়। শিক্ষা খাতে এখনো ধাপে ধাপে বরাদ্দ বাড়ানোর কেচ্ছাকাহিনী প্রচার করেন যাঁরা এবং সেগুলোতে বিশ্বাস করে ফেলেন যাঁরা, উপরোক্ত দেশগুলোর তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের জিজ্ঞেস করা যেতেই পারে–এখনই নয় কেন? কোন যুক্তিতে?

শিক্ষা খাতের সাথে এত কিছু জুড়ে দেওয়া কেন

বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ দেখানোর সময় সরকার সব সময় অযৌক্তিকভাবে যেটা করে তা হলো শিক্ষা খাতের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতকে একত্র করে দেখানো। অন্যদিকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপির ক্ষেত্রে আবার শিক্ষা ও ধর্মকে একত্র করে সম্মিলিত খরচটাকে দেখানো হয় (এর ভেতরেও আবার প্রান্তিক কিছু বরাদ্দ আছে, যেগুলো আসলে প্রতিরক্ষা খাতের বরাদ্দ)। শিক্ষা, প্রযুক্তি আর ধর্ম যে আলাদা আলাদা খাত, সেটা সরকার অস্বীকারও করে না। কারণ সেটি হলে আলাদা করে শিক্ষার সাথে প্রযুক্তি আর ধর্মের উল্লেখ করার দরকার তাঁরা মনে করতেন না। আলাদা করে উল্লেখ করার মানেই হচ্ছে, তাঁরাও কার্যত এই স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে এগুলো আলাদা আলাদা খাত। তাহলে এই প্রশ্নটা ওঠা খুবই সংগত যে আলাদা বলে এই খাতগুলোকে যদি স্বীকারই করা হয় তাহলে বাজেটের মূল বরাদ্দ দেখানোর সময় কিংবা এডিপির বরাদ্দ দেখানোর সময় এগুলোকে একত্র করে দেখানোর মধ্যে কী যুক্তি থাকতে পারে? শিক্ষার মতো এতটা গুরুত্বপূর্ণ একটা খাতকে আলাদা করে কেন দেখানো হবে না? শুধু সরকারই নয়, এ দেশের মিডিয়াতেও রিপোর্ট করার সময় এই খাতগুলোকে একত্রেই দেখানো হয়, যেটি অনেক সময় সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করে। এটিকে আলাদা করে দেখালে শুধু শিক্ষা খাতের প্রকৃত বরাদ্দটাও যেমন চট করেই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারত, ঠিক তেমনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে সরকারের বরাদ্দ কত কম, সে বিষয়টিও সাধারণ মানুষের সামনে খুব সহজে পরিষ্কার হতো (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতের এডিপির মধ্যে একটা বড় অংশ বর্তমানে যাচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য, যেটি আসলে বিদ্যুৎ খাতের বরাদ্দ হওয়াটা বেশি যুক্তিযুক্ত। এটি বাদ দিলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতের বরাদ্দ আরো কম আসবে। কিন্তু সেটা অন্য প্রসঙ্গ, এখানে সেটি নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই)।

এবারের বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ

এই যখন অবস্থা, তখন ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে সরকার অনেকটা ঢাকঢোল পিটিয়েই শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর ঘোষণা দিল। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ এবারের বাজেটে একক খাত হিসেবে সর্বোচ্চ। এবারের বাজেটে সরকার শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ১৫.৬ শতাংশ বরাদ্দ দিয়েছে। তবে আমরা যদি এর মধ্য থেকে প্রযুক্তি খাতের বরাদ্দ বাদ দিই তাহলে দেখা যাবে, এবারের বাজেটে শিক্ষা খাতের প্রকৃত বরাদ্দ ১৪.৪ শতাংশ, টাকার অঙ্কে ৪৯ হাজার ১০ কোটি। যা হোক, এর পরও একক খাত হিসেবে এবারের বাজেটে এটাই সর্বোচ্চ। গত অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতের প্রকৃত বরাদ্দ ছিল ১০.৭ শতাংশ। এদিক থেকে চিন্তা করলে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ বেশ ভালো রকম বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা স্বীকার করতেই হবে। তবে আমরা যদি গত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে, আসলে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ যতটা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ঢাকঢোল পেটানো হয়েছে, কার্যত শতাংশের হিসাবে সেটি ততটা বাড়েনি। শতাংশের হিসাবে গত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৪.০২ শতাংশ। এদিক থেকে চিন্তা করলে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ আসলে শতাংশের হিসাবে গত অর্থবছরের তুলনায় তেমন একটা বাড়েনি। এখন এ বছরের সংশোধিত বাজেট যখন করা হবে তখন শিক্ষা খাতের বরাদ্দ আসলে কত দাঁড়ায়, সেটাই দেখার বিষয়।

শিক্ষার উন্নয়নে খরচ হবে কত

এখন এই যে ৪৯ হাজার ১০ কোটি টাকা শিক্ষা বাবদ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, এর তিন ভাগের দুই ভাগেরও বেশি হলো অনুন্নয়ন ব্যয়। এই টাকা থেকে শিক্ষা খাতের উন্নয়ন বাবদ ব্যয় করা হবে মাত্র ২৮.৩ শতাংশ, অর্থাৎ ১৩ হাজার ৮৭৭ কোটি টাকা। এই উন্নয়ন ব্যয় হলো মূলত এডিপি বা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বিভিন্ন প্রকল্পে দেওয়া বরাদ্দ। তবে এডিপি-বহির্ভূত কিছু উন্নয়ন ব্যয়ও রয়েছে। শুধু টাকার অঙ্ক দিয়ে বাজেটের বিচার করা যায় না। এটি দেখা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এই শিক্ষা খাতের এডিপির টাকাটা কিভাবে ব্যয়িত হচ্ছে। এই অর্থবছরের এডিপিতে শিক্ষা ও ধর্ম খাতে মোট ৯৫টি প্রকল্প রয়েছে। এর মধ্যে আবার শিক্ষার অধীনে প্রতিরক্ষা খাতের বরাদ্দও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ৯৫টি প্রকল্পের মধ্যে প্রতিরক্ষা খাতের প্রকল্প ৬টি, যেগুলোতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৯৮.০২ কোটি টাকা। অন্যদিকে এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে ধর্ম খাতের প্রকল্প হচ্ছে ৫টি, যেগুলোতে মোট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৩০৮.৭৪ কোটি টাকা। সুতরাং এই ৯৫টি প্রকল্পের মধ্যে প্রকৃতই শিক্ষা খাতের প্রকল্পের সংখ্যা হলো ৮৪ (৭৯টি বিনিয়োগ আর ৫টি কারিগরি সহায়তা)। এই সব কটি প্রকল্প মিলে এই অর্থবছরে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মোট ১৩ হাজার ৫৩৩ কোটি ৪৭ লাখ টাকা, যা এই অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত উন্নয়ন ব্যয়ের প্রায় ৯৮ শতাংশ।

এডিপির বরাদ্দের কত ভাগ প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিজনিত ব্যয়

বাংলাদেশে এডিপির প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া খুবই সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। প্রকল্প পাস করানোর সময় যে প্রারম্ভিক ব্যয় দেখানো হয়, সেটি দফায় দফায় সংশোধনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নানা কারণে পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে এই প্রারম্ভিক প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেতেই পারে। তবে প্রায়ই দেখা যায়, অদক্ষতা, লুটপাট ও দুর্নীতি এবং সময়ক্ষেপণের কারণে অর্থের অপচয়। মূলত এই তিন কারণে এডিপির প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। কিভাবে বিভিন্ন ছোটবড় প্রকল্পের ব্যয় দফায় দফায় বৃদ্ধি পায়, কতটা তুঘলকি কায়দায় বৃদ্ধি পায়, সেটি নিয়মিত পত্রিকার পাতায় চোখ রাখলেই দেখা যায়।

এই অর্থবছরের এডিপিতে প্রকৃত শিক্ষা খাতের যে ৮৪টি প্রকল্প রয়েছে, এর মধ্যে ২০টিই এক বা একাধিকবার সংশোধিত হয়েছে, যার মধ্যে ১৯টিতেই প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলো ২০০৯ সাল বা তার পর থেকে শুরু হয়েছে। সারণি-১ এ এই প্রকল্পগুলোর তালিকা দেওয়া আছে। সব মিলিয়ে এই ১৯টি সংশোধিত প্রকল্পের ব্যয় যতটুকু বাড়ানো হয়েছে তার পরিমাণ ৭ হাজার ৩৭২ কোটি ১০ লাখ টাকা! শিক্ষা খাত বিবেচনায় এটি নিতান্ত কোনো ছোট পরিমাণের অর্থ নয়। এবারের এডিপিতে শিক্ষা খাতে যত টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এটি তার অর্ধেকেরও বেশি–৫৪.৫ শতাংশ! এর মানে হলো–এই বিপুল অঙ্কের টাকা, যেটি আসলে জনগণের টাকা, সেটি প্রকৃতপক্ষে নতুন কোনো উন্নয়ন কাজের জন্য ব্যয়িত হচ্ছে না; বরং পুরনো কাজটি সময়মতো শেষ করতে না পারা, পরিকল্পনাহীনতা, অদক্ষতা, ক্ষেত্রবিশেষে দুর্নীতি ও অন্যান্য কারণে প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় জনগণের এই বিপুল অঙ্কের টাকা মূলত স্রেফ বাড়তি খরচ হচ্ছে (পাঠক খেয়াল করলে দেখবেন, এগুলোর বেশির ভাগই অবকাঠামো নির্মাণ)। জনগণের দিক থেকে এই বর্ধিত ব্যয়ের জবাবদিহি চাওয়াটা তাই খুব জরুরি। কারণ এটা যে কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রে হচ্ছে তা-ই নয়, প্রায় প্রতিটি খাতেই এই কাণ্ড ঘটছে।

> বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতের এডিপির মধ্যে একটা বড় অংশ বর্তমানে যাচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য, যেটি আসলে বিদ্যুৎ খাতের বরাদ্দ হওয়াটা বেশি যুক্তিযুক্ত।

যদি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ওপরে উল্লিখিত এই প্রকল্পগুলোতে যে টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সেটির পুরোটাই ব্যয়িত হয় তাহলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শেষ নাগাদ অর্থাৎ ২০১৭ সালের জুনের মধ্যে এই সংশোধিত প্রকল্পগুলোর ১৩টিতেই ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয় প্রকল্পের প্রারম্ভিক ব্যয় ছাড়িয়ে যাবে। সারণি-১ এর প্রথম ১৩টি সারিতে এই প্রকল্পগুলো দেখানো হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, হিসাব করলে দেখা যায়, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শেষ নাগাদ এই ১৩টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয় এমনকি সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্প ব্যয়ও ছাড়িয়ে যাবে! এগুলো হলো সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১৫ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর (২য় সংশোধিত), নির্বাচিত বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (সংশোধিত)। অন্যদিকে এই ১৩টি প্রকল্পের মধ্যে আবার কিছু কিছু প্রকল্প আছে যেগুলোর ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয় গত অর্থবছরেই প্রারম্ভিক ব্যয় ছাড়িয়ে গেছে। এগুলো হলো দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি (১ম সংশোধিত), সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১৫ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর (২য় সংশোধিত), স্কিলস অ্যান্ড ট্রেনিং এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (এসটিইপি) (১ম সংশোধিত), হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (৩য় সংশোধিত) এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। এ ছাড়াও সারণি-১ এ উল্লিখিত ১৯টি প্রকল্পের বাইরে এমনও কিছু প্রকল্প আছে, যেগুলো এখন পর্যন্ত সংশোধিত হয়নি। তার পরও ২০১৭-এর জুন নাগাদ এগুলোর ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয় প্রকল্পের ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে (অন্তত যদি এবারের এডিপিতে দেওয়া বরাদ্দগুলোর হিসাব ঠিক থাকে)।

ওপরের অনুচ্ছেদে বর্ণিত এই তিন ধরনের ফ্যাক্ট বিবেচনায় নিয়ে

সারণি-১ : শিক্ষা খাতে এডিপির সংশোধিত প্রকল্পসমূহ (ব্যয়ের অঙ্ক কোটি টাকায়)

এডিপি ২০১৬-১৭ তে দেওয়া প্রকল্পের ক্রমিক নং (ক)	প্রকল্পের নাম (খ)	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি (বছর) (গ)	প্রকল্পের সংশোধিত/ বর্তমান ব্যয় (ঘ)	প্রকল্পের প্রারম্ভিক ব্যয় (ঙ)	প্রকল্পের ব্যয় কত বাড়ল (ঘ-ঙ)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ (চ)	২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ (ছ)	জুন ২০১৭-এর মধ্যে সর্বোচ্চ যতটুক ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে (জ)	এর মধ্যে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিজনিত ব্যয় কত (জ-ঙ)
১	বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন (১ম সংশোধিত)	২.৫	৯০৫.৭৫	৭৩৮.৪৬	১৬৭.২৯	৬০.০০	১৮৬.০০	৮৫৯.৮৫	১২১.৩৯
২	দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি (১ম সংশোধিত)	২.৫	৩১৪৫.৫২	১৫৭৭.৯৩	১৫৬৭.৫৯	৪৮১.৬৬	৪৩০.৮০	২৫৪৫.৮৮	৯৬৭.৯৫
৩	ঝালকাঠি, শরীয়তপুর, নারায়ণগঞ্জ, লালমনিরহাট, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, শেরপুর, নড়াইল, মেহেরপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাজবাড়ী জেলায় পিটিআই স্থাপন (সংশোধিত)	২.৫	২৬৯.৪৫	২৪৮.০৮	২১.৩৭	২৪.৭০	৫১.৫১	২৬৯.৪৪	২১.৩৬
১১	সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১৫ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর (২য় সংশোধিত)	২.৫	৫৫৮.০০	৪৬৫.৭৭	৯২.২৩	১৪০.১৮	১০০.০০	৫৮৪.৫০	১১৮.৭৩
২৩	নির্বাচিত বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	১	৭৩৮.২৪	৭৩৮.২৪	০*	১৫০.০০	৮৩.২২	৭৪৮.২৩	৯.৯৯
৩১	বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন (২য় সংশোধিত)	৩	৮৮.১১	৭৪.০৮	১৪.০৩	৩২.১৫	৩২.৬৬	৮৮.১১	১৪.০৩
৩২	স্কিলস অ্যান্ড ট্রেনিং এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (এসটিইপি) (১ম সংশোধিত)	১	৮৪৯.৭৬	৬৩৪.২৫	২১৫.৫১	১৮৩.২৩	৩০০.০০	১০৫৭.১৯	৪২২.৯৪
৩৪	বরিশাল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ (২য় সংশোধিত)	২	১২২.৭৫	১০৫.৪৮	১৭.২৭	২২.২০	৩৫.০০	১১১.৮৯	৬.৪১
৩৫	বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ (২য় সংশোধিত)	৩	৪৩.৩৫	৪০.৩২	৩.০৩	৫.৭১	৯.০৬	৪২.১৫	১.৮৩
৪৫	হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (৩য় সংশোধিত)	৩	২০৫৪.৩২	৬৮১.০৪**	১৩৭৩.২৮	২৫৪.২০	২৯৯.৫৫	১৩৮৫.৮০	৭০৪.৭৬
৪৬	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (সংশোধিত)	৪	১৫১.৮৮	১০৪.৪৮**	৪৭.৪০	১০.০০	৬৬.০০	১৭৩.০০	৬৮.৫২
৪৯	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	২	১১০.৯০	৬৯.৪২	৪১.৪৮	২০.০০	৩৮.৫০	১১০.৯০	৪১.৪৮
৫৫	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	২	২৪৯.৯৯	৬৮.২৫	১৮১.৭৪	১৫.০০	৮০.০০	১৩২.২৫	৬৪.০০
১২	ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন (১ম সংশোধিত)	৪	২৯৪.৮১	২৩০.৭১	৬৪.১০	২৯.৫৩	৬৯.০০	২১৮.৩৫	০
১৩	শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	২	৯৭৬.৫৭	৬৫৫.১২	৩২১.৪৫	১৭৫.০০	১২০.০০	৫১৯.৭০	০
১৬	তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	১.৫	৫৫৪৭.৭৪	২৩৮৭.৭০	৩১৬০.০৪	৪৪৪.০৫	৪৯৬.৬১	১৪৮৮.৭৮	০
৩৬	ঝিনাইদহ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন (২য় সংশোধিত)	৩	৯৯.২১	৭৬.৯৩	২২.২৮	১৫.০০	৩৩.৮০	৪৮.৮০	০
৩৭	গোপালগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন (১ম সংশোধিত)	১	১২৯.৭৩	৯৮.২০	৩১.৫৩	৬.৩৫	১৭.০০	২৮.৭৯	০
৪৪	এস্টাবলিশমেন্ট অব উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন ব্যানবেইস, এমওইডিইউ (২য় সংশোধিত)	১.৫	৪০৩.৭৮	৩৭৩.৩০	৩০.৪৮	২০.৫২	৬৫.০০	২৯২.৯২	0

তথ্যসূত্র : এডিপি ২০১৬-১৭, এডিপি ২০১৩-১৪ ও এডিপি ২০১৫-১৬। কলাম জ এডিপি ২০১৬-১৭-তে প্রাপ্ত ডাটা থেকে হিসাব করে তৈরি করা হয়েছে।

* প্রকল্পের সংশোধনের সময় ব্যয় বৃদ্ধি না পেলেও এডিপিতে এই প্রকল্পে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সেটির সাথে আগের বছর পর্যন্ত এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয় যোগ করলে দেখা যায়, বাস্তবে ৯.৯৯ কোটি টাকা ব্যয় বেড়েছে।

** ১ম দফা সংশোধিত হওয়ার পর ব্যয়, প্রারম্ভিক ব্যয় নয়।

হিসাব করলে দেখা যায়, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিতে যে অর্থ শিক্ষা খাতের প্রকল্পগুলোতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে একেবারে আক্ষরিক অর্থেই ১১.৩ শতাংশ হলো প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধিজনিত বরাদ্দ। টাকার অঙ্কে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫২৭.৭৬ কোটি।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের মধ্যে যেসব প্রকল্প শেষ হওয়ার কথা সেগুলোর অবস্থা কী

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এডিপির শিক্ষা খাতের ৮৪টি প্রকল্পের মধ্যে মোট ৪৯টি প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৭ সালের জুন মাস বা তার আগ

সারণি-২ : জুন ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদ থাকা ১০টি প্রকল্প, যেগুলো জুন ২০১৭-এর মধ্যেও শেষ হবে না

প্রকল্পের নাম	জুন ২০১৭-এর মধ্যে প্রকল্পের সর্বোচ্চ কত শতাংশ সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে
স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প	২.৯৬
নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	৯১.০২
মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ ও আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি স্কুল অ্যান্ড কলেজের উন্নয়ন	৮০.৭৮
এনহান্সমেন্ট দ্য লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অব সিলেক্টেড মাদ্রাসা ইন বাংলাদেশ	৯৩.০০
পাইকগাছা কৃষি কলেজ স্থাপন, খুলনা	৩৫.৩৩
সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ	১৮.৩৯
১০০টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন	৩৮.৩৫
বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ (২য় সংশোধিত)	৯৭.২৩
গৌরনদী টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন	২৯.৬১
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন	৭৯.০৫

তথ্যসূত্র : এডিপি ২০১৬-১৭ থেকে হিসাব করা

পর্যন্ত। কিন্তু আমরা যদি এডিপির বরাদ্দের ভিত্তিতে জুন ২০১৭-এর মধ্যে এই প্রকল্পগুলোর সর্বোচ্চ কত শতাংশ পর্যন্ত শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেটি হিসাব করি তাহলে দেখা যাবে, প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় না করার কারণে এই ৪৯টি প্রকল্পের মধ্যে ২৯টিই ২০১৭-এর জুন নাগাদ সমাপ্ত হতে পারবে না। উল্লেখ্য, এই যে ৪৯টি প্রকল্প, যেগুলোর মেয়াদ ২০১৭-এর জুন বা তার আগ পর্যন্ত, সেগুলোর মধ্যে ইতোমধ্যেই মেয়াদোত্তীর্ণ প্রকল্পের সংখ্যা ১৭। এই ১৭টি প্রকল্প জুন ২০১৬-এর মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটি শেষ না হওয়ায় এই অর্থবছরও তার রেশ টানতে হবে। এই প্রকল্পগুলোর প্রায় সবই অবকাঠামো নির্মাণ ধরনের, এ ছাড়া এগুলোর মধ্যে উপবৃত্তির প্রকল্প আর প্রশিক্ষণ বিষয়ক দুটি প্রকল্পও আছে। ইতোমধ্যেই মেয়াদোত্তীর্ণ এই ১৭টি প্রকল্পের মধ্যে এমন ৫টি প্রকল্প রয়েছে, যেগুলোতে এক বা একধিকবার প্রকল্পের মেয়াদ বাড়িয়ে ২০১৬-এর জুন পর্যন্ত করা হয়েছিল। এই প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল এক থেকে তিন বছর পর্যন্ত। তার পরও এগুলো সেই নতুন বর্ধিত সময়ের মধ্যেও শেষ করা যায়নি।

শুধু তা-ই নয়, এডিপিতে দেওয়া বরাদ্দ অনুসারে ইতোমধ্যেই মেয়াদোত্তীর্ণ এই ১৭টি প্রকল্পের মধ্যে ১০টি ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও শেষ হবে না! সারণি-২ এ এই প্রকল্পগুলোর তালিকা দেওয়া আছে। যদিও এডিপিতে উল্লেখ করা আছে যে মেয়াদোত্তীর্ণ এই প্রকল্পগুলোর মেয়াদ নতুন করে বৃদ্ধি না করা পর্যন্ত সেগুলোতে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় করা হবে না, তবু অতীত অভিজ্ঞতা মেয়াদ বাড়ানোর পক্ষেই রায় দেয় এবং সম্ভবত সেই সাথে ব্যয়ও আরেক দফা বাড়বে। উল্লেখ্য, সারণি-২ এর প্রথম প্রকল্পটি (স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান) ২০১১ সালে শুরু হলেও সেটির বাস্তবায়নের হার এতই কম যে এই অর্থবছরের শেষ নাগাদ সেটির মাত্র ২.৯৬ শতাংশ শেষ হবে! অন্যদিকে 'বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ' প্রকল্পটি (সারণি-২ এর নিচ থেকে তৃতীয়) দুই দফায় সংশোধন করে মেয়াদ বাড়ানো হয় তিন বছর। তার পরও এটি মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে এবং এই অর্থবছরেও সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার কোনো অবকাশ নেই (যদি সংশোধিত এডিপিতে এর বরাদ্দ আরো বাড়ানো না হয়)!

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ৪৯টি প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৭ বা তার আগ পর্যন্ত হলেও এর মধ্যে মাত্র ২০টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে ২০১৭-এর জুনের মধ্যে শেষ হওয়ার। এই ২০টি প্রকল্পের তালিকা সারণি-৩ এ দেওয়া হলো। উল্লেখ্য, এই ২০টি প্রকল্পের মধ্যে ৭টি ইতোমধ্যেই মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ এগুলো ২০১৬-এর জুনের মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হয়নি। এখন এই যে ২০টি প্রকল্পের ২০১৭ সালের জুনের মধ্যে শতভাগ পর্যন্ত শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেটি একমাত্র তখনই সম্ভব হবে, যদি এই প্রকল্পগুলো ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির বাকি থাকা অব্যয়িত বরাদ্দ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এগুলোর জন্য যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তার সবটুকুই ২০১৭ সালের জুনের মধ্যে খরচ করতে পারে। অন্যথায় এই সমুদয় অর্থ খরচ করতে না পারলে এগুলো আপনাআপনিই আবার মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে পড়বে।

আমরা যদি এই ২০টি প্রকল্পের অতীত ইতিহাস দেখি, অর্থাৎ প্রকল্পগুলো কত বছরের পুরনো, এই অর্থবছরের আগ পর্যন্ত প্রকল্পগুলোর মাসিক বাস্তবায়ন হার কত ছিল, তার সাথে এখন নতুন অর্থবছরের মধ্যে শেষ হতে হলে এগুলোর মাসিক বাস্তবায়ন হার কত হতে হবে, সে বিষয়টির তুলনা করি তাহলে আমরা একটি ইঙ্গিত পেতে পারি যে এই ২০টি প্রকল্পের মধ্যে কয়টির ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থেই ২০১৭-এর জুন নাগাদ পুরোপুরি শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমরা যদি সারণি-৩ এর দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে, এই ২০টি প্রকল্পের মধ্যে এমন অনেক প্রকল্প আছে, যেগুলো ২০১৭ সালের জুনের মধ্যে শেষ হতে হলে মার্চ ২০১৬ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত মাসিক যে হারে টাকা খরচ করতে হবে, সেই হার তার পূর্বেকার বছরগুলোর মাসিক খরচের হার থেকে অনেক বেশি। যেমন এডিপির ১১ নং প্রকল্পটি–সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১৫ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর। মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত এই প্রকল্পের বয়স ছিল ৮৭ মাস। এই ৮৭ মাস ধরে এই প্রকল্পটিতে যেখানে প্রতি মাসে গড়ে ৪ কোটি ৪৪ লাখ টাকার বেশি খরচ করতে পারেনি, সেখানে জুন ২০১৭ পর্যন্ত পরবর্তী ১৫ মাসে এই প্রকল্পে প্রতি মাসে গড়ে ১৩ কোটি ২০ লাখ টাকা খরচ করতে হবে। এমন হওয়ার সম্ভাবনা তাই খুবই বেশি যে হয় এই প্রকল্পটি আসলে জুন ২০১৭-এর মধ্যে শেষ করা যাবে না, নয়তো শেষ মুহূর্তে তড়িঘড়ি করে এত বাড়তি টাকা প্রতি মাসে ব্যয় করতে গিয়ে প্রকল্পের কাজের মান নেমে যাবে। দুটি ক্ষেত্রেই দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হতে পারে। এ রকম আরেকটি প্রকল্প হলো এডিপির ৩২ নং

সারণি-৩ : এডিপির বরাদ্দ অনুসারে এই অর্থবছরের মধ্যে যে ২০টি প্রকল্প পুরোপুরি শেষ হয়ে যাওয়ার কথা

এডিপির ২০১৬-১৭ এর প্রকল্প নং	প্রকল্পের নাম	মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের বয়স কত মাস ছিল	মার্চ ২০১৬ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে কত কোটি টাকা খরচ করতে হবে	মার্চ ২০১৬-এর আগ পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে কত কোটি টাকা খরচ হতো
৩	ঝালকাঠি, শরীয়তপুর, নারায়ণগঞ্জ, লালমনিরহাট, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, শেরপুর, নড়াইল, মেহেরপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাজবাড়ী জেলায় পিটিআই স্থাপন (সংশোধিত)	৬৩	৩.৮০	৩.৩৭
৫	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিবি)	৫১	৩.৯৮	২.৯৫
১১	সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১৫ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর (২য় সংশোধিত)	৮৭	১৩.২০	৪.৪৪
১৯	আর্টিস্টিক একাডেমি স্থাপন	২৭	৬.৬০	০.১৪
২৩	নির্বাচিত বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	৫৭	৮.৫৫	১০.৮৮
২৮	শেখ হাসিনা একাডেমি অব উইমেন কলেজ, কালকিনি, মাদারীপুরের অবকাঠামো উন্নয়ন	২১	১.২০	০.১৭
৩১	বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন (২য় সংশোধিত)	৬৯	৩.৫৯	০.৫০
৩২	স্কিলস অ্যান্ড ট্রেনিং এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (এসটিইপি) (১ম সংশোধিত)	৬৯	২৫.৬৯	৯.৭৪
৪৬	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (সংশোধিত)	৮৭	৫.০৭	১.১১
৪৯	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	৫৪	৩.২৩	১.১৬
৫০	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন (১ম পর্যায়)	৫৪	১.৯১	০.৮৯
৫১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন	৫৩	১.২১	১.০৯
৫৩	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন	৪৫	০.৯৩	০.৩৬
৫৬	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শক্তিশালীকরণ	৩৯	১.৮০	১.২৬
৫৯	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন	৩৯	২.৬৯	০.৪২
৬২	ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ফ্যাসিলিটিজ ফর দ্য ডিপার্টমেন্ট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড দ্য ডিপার্টমেন্ট অব আর্কিটেকচার ইন ডুয়েট	৩০	০.৯৩	০.৩৪
৬৯	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের ৭ই মার্চ ভবনের অবশিষ্টাংশ নির্মাণ	১৫	৩.২৫	০.০০
৭০	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক সুবিধা সৃষ্টিকরণ	১৫	১.৫৭	০.০৮
৭৫	ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইআইটি) আনুষাঙ্গিক সুবিধাসহ ১২০ আসনবিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস নির্মাণ	৯	১.০৯	০.০০
৪ (কারিগরি সহায়তা)	স্ট্রেংদেনিং দ্য ক্যাপাসিটি অব টিচিং অ্যান্ড রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজ অ্যাট দ্য ডিপার্টমেন্ট অব পপুলেশন সায়েন্সেস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৭	০.১৮	০.০৪

তথ্যসূত্র : এডিপি ২০১৬-১৭ থেকে হিসাব করা

প্রকল্প, যেটিতে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত গড় মাসিক খরচের হার ৯ কোটি ৭৪ লাখ টাকা ছিল। আর এখন পরবর্তী ১৫ মাস ধরে প্রতি মাসে এই প্রকল্পে ২৫ কোটি ৬৯ লাখ টাকা খরচ করতে হবে! এই প্রকল্পও কি যথাসময়ে শেষ হবে? অতীত অভিজ্ঞতা কী বলে?

সারণি-৩ এর মধ্যে এ রকম আরো কতগুলো প্রকল্প হলো ১৯, ৩১, ৪৬, ৪৯, ৫৯ ও ৬৯ নং প্রকল্প, যেগুলোর ক্ষেত্রে আশঙ্কা আছে যে হয় এগুলো ২০১৭-এর জুনের মধ্যে শেষ হবে না, নয়তো এগুলোতে শেষ মুহূর্তে তড়িঘড়ি করে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করার জন্য কাজের মান নেমে যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এডিপি ২০১৬-১৭-এর বরাদ্দ অনুসারে ২০টি প্রকল্প ২০১৭-এর জুনের মধ্যে শেষ হবে বলে মনে হলেও এর মধ্যে ৮টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে যথাসময়ে কাজ শেষ না হওয়ার আশঙ্কা আছে। ফলে এই হিসাবে শিক্ষা খাতের যে ৪৯টি প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৭-এর জুন বা তার আগ পর্যন্ত, সেগুলোর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ৩৮টিই ২০১৭-এর জুনের মধ্যে শেষ না হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এর মধ্যে ২৯টি প্রকল্প নিশ্চিতভাবেই শেষ হবে না আর ৮টির ক্ষেত্রে শেষ না হওয়ার জোরালো আশঙ্কা আছে।

পুরো এডিপির কত কোটি টাকা তড়িঘড়ি করে ব্যয় করতে হতে পারে

অন্যদিকে এ বছরের প্রকৃত শিক্ষা খাতের এডিপিতে সব মিলিয়ে যে ৮৪টি প্রকল্প আছে, সেগুলোর প্রতিটির জন্য আমরা যদি মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত বার্ষিক গড় অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ আর মার্চ ২০১৬ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত বার্ষিক গড় ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা বের করে এ দুটির মধ্যে তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে, এমন অন্তত ১৮টি প্রকল্প আছে, যেগুলোতে মার্চ ২০১৬ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত বার্ষিক গড় ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা মার্চ ২০১৬-এর পুর্ববর্তী বছরগুলোতে গড়ে যে বার্ষিক ব্যয় হতো সেটি থেকে কমপক্ষে শত কোটি থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত বেশি। মনে রাখা দরকার, এই ১৮টি প্রকল্পের মধ্যে একটি ছাড়া বাকি সবই ২ থেকে প্রায় ৮ বছরের পুরনো। সুতরাং তাদের গড় ব্যয়ের পারফরম্যান্স উপেক্ষা করার মতো বিষয় নয়। ফলে যদি এডিপি ২০১৬-১৭-তে এই ১৮টি প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটা জুন ২০১৭-এর মধ্যে খরচ করতে হয়, তাহলে এই ১৮টি প্রকল্পের জন্য এপ্রিল ২০১৬ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বার্ষিক ভিত্তিতে যে টাকাটা খরচ করতে হবে, সেটি সেগুলোর মার্চ

২০১৬ পূর্ববর্তী গড় বার্ষিক ব্যয়ের চেয়ে মোট ৯ হাজার ২৮ কোটি ৪৮ লাখ টাকা বেশি। এর মানে হচ্ছে, আগামী ১৫ মাস ধরে এই প্রকল্পগুলোকে তাদের এত দিনকার পারফরম্যান্স ছাড়িয়ে গিয়ে আরো অতিরিক্ত ৯ হাজার ২৮ কোটি ৪৮ লাখ টাকা বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যয় করতে হবে। এটি এই অর্থবছরের এডিপিতে শিক্ষা খাতে দেওয়া বরাদ্দের প্রায় ৬৭ শতাংশ! এবং এপ্রিল ২০১৬ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের শিক্ষা এডিপির বরাদ্দের ৪৮.২ শতাংশ। এই তথ্যের তাৎপর্য হলো, পূর্ববর্তী বছরগুলোতে অদক্ষতা, দুর্নীতি ও অন্যান্য কারণে করা দীর্ঘসূত্রতার ফলে বিভিন্ন প্রকল্পে যে প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে, তার ফলে দুই ধরনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রথমত, এপ্রিল ২০১৬ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের জন্য শিক্ষা খাতের এডিপিতে যে বরাদ্দ দেওয়া আছে তার মধ্যে ৪৮.২ শতাংশের ক্ষেত্রেই এমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত হয়তো এই ৪৮.২ শতাংশ বরাদ্দের বেশির ভাগই খরচ করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, যদি পুরোটা খরচ করে ফেলা যায়ও তাহলে পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে এমন আশঙ্কা করার খুবই যৌক্তিক কারণ আছে যে, এই টাকার বেশির ভাগ তড়িঘড়ি করে শেষ মুহূর্তে খরচ করা হবে। ফলে প্রকল্পের কাজের মান নেমে যাবে। যার অর্থ দাঁড়ায়, এই ১৫ মাসের শিক্ষা এডিপির প্রায় অর্ধেকের বেশির ভাগই হয় খরচই করা হবে না অথবা খরচ করলেও যতটুকু কাজে লাগার কথা ছিল ততটুকু কাজে লাগবে না নিম্নমানের কাজের কারণে। অর্থাৎ সেটি অপচয় হবে বা সেটির সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করা যাবে না।

এডিপির প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ করার দাবি তোলা এই মুহূর্তের আশু জরুরি কাজ

ওপরের তথ্যগুলো থেকে এটা খুব পরিষ্কার যে শিক্ষা খাতের এডিপিতে এই যে ১৩ হাজার ৫৩৩ কোটি ৪৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলো, তার একটা বিশাল অংশই হয় খরচ হবে না, নয়তো খুব তড়িঘড়ি করে অদক্ষভাবে খরচ করা হবে। যার থেকে দুর্নীতি ও লুটপাটের সুযোগও হবে। ওপরের তথ্যগুলোতে এটাও পরিষ্কার যে শিক্ষা খাতে ঢাকঢোল পিটিয়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়ার আসল চেহারাটাই বা কী। বরাদ্দ যদি খরচই না হয়, খরচ করা অর্থের একটি বিশাল অংশই যদি ঠিকমতো কাজে না লাগে, তাহলে সেই বরাদ্দ নিয়ে আসলে কতটুকু আশাবাদী হওয়া যায়?

সর্বশেষ যে কথাটি বলা দরকার তা হলো, শিক্ষা খাতের বরাদ্দ যথাসময়ে কোনো দুর্নীতি, অদক্ষতা ছাড়া সঠিকভাবে খরচ করলেই যে সেটি আসলে শিক্ষার উন্নয়নে ব্যয় হচ্ছে সেটি কিন্তু বলা যায় না। এডিপির যেকোনো প্রকল্পের ক্ষেত্রেই এ কথাটি খাটে। গণবিরোধী, শিক্ষা ধ্বংসকারী যেকোনো প্রকল্পের বাস্তবায়নও শিক্ষার নাম করে হতে পারে। সেই সাথে এটাও দেখা দরকার যে শিক্ষা খাতের বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মধ্যে কতটুকু আসলেই প্রয়োজনীয় কাজ আর কতটুকু আসলে অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু সেটি জানার জন্য দরকার প্রতিটি প্রকল্পের অধীনে কী কী কাজ করা হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ। তখন বোঝা যেত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উন্নয়নের নাম করে কী হচ্ছে। লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরি বানানো হচ্ছে, নাকি পাকা মেঝে ভেঙে টাইলস বসানো বা অফিসের ভেতরের সৌন্দর্যবর্ধন মার্কা উন্নয়ন চলছে। তখন বোঝা যেত অবকাঠামো উন্নয়নের নামে কী চলছে, প্রশিক্ষণের নামে কী চলছে। সরকারের অগ্রাধিকার নিয়ে তখন ধরে ধরে প্রশ্ন তোলা যেত। সরকার তো কথায় কথায় ডিজিটাল বাংলাদেশ করতে চায়। খুব ভালো কথা। তাহলে এই প্রশ্ন বা দাবি তো জনগণের তরফ থেকে তোলা যেতেই পারে যে এডিপির প্রতিটি প্রকল্পের আওতায় কী কী করা হবে তার বিস্তারিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে কেন প্রকাশ করা হবে না? এটি করতে কয়জন লোক লাগে? সবচেয়ে বড় কথা, জনগণের এই বিপুল অঙ্কের টাকা প্রতিবছর এডিপির নাম করে কিভাবে ব্যয়িত হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ কেন জনগণ জানতে পারবে না? সরকারের কাছ থেকে এই হিসাব চাওয়ার জন্য সংগঠিত হওয়া, সরকারকে এই জবাবদিহি করতে বাধ্য করার জন্য সংগঠিত হওয়া এই মুহূর্তে আমাদের দেশের জনগণের জন্য আশু জরুরি কাজগুলোর একটি।

মাহতাব উদ্দীন আহমেদ: একটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা সহযোগী হিসেবে কর্মরত

ইমেইল: mahtabjuniv@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. *State of Bangladesh Economy in FY2015-16* (third reading), CPD, page 19, 25 may 2016.
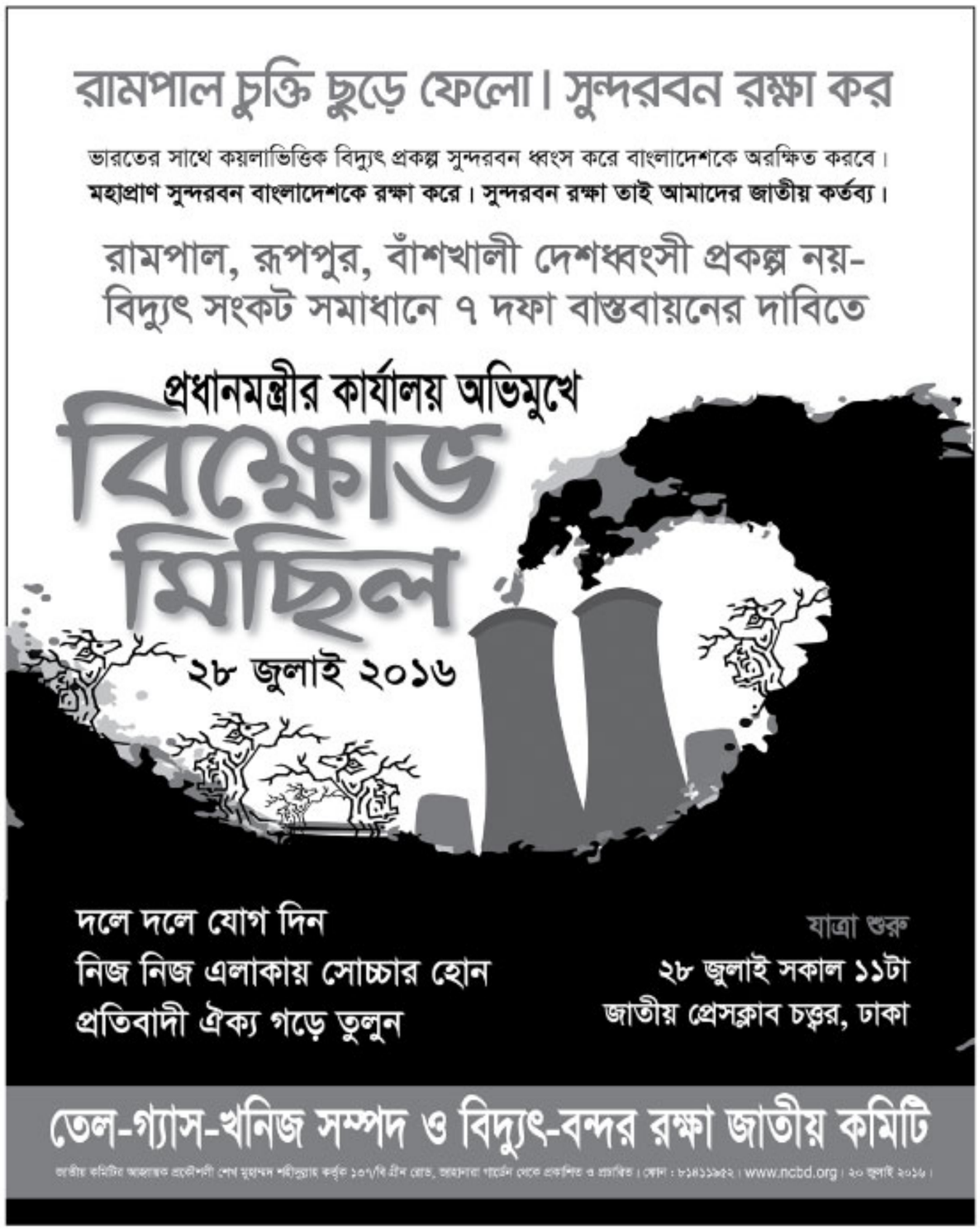
২. *সর্বজনকথা*, আগস্ট ২০১৫, বাজেট ২০১৫-১৬: অর্থনীতিতে লুণ্ঠন, পাচার ও সম্পদ কেন্দ্রীভবনের ধারাবাহিকতা, মাহতাব উদ্দীন আহমেদ, পৃষ্ঠা ১৪।